Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XIII, Issue-I, October 2024, Page No.45-50
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

পরিবেশ নীতিবিদ্যা: পরিবেশ কল্যাণে মানুষের ভূমিকা ও ভবিষ্যৎ প্রজন্ম

সেখ লালচাঁদ বাদশা
সহকারী শিক্ষক, দর্শন বিভাগ, বড়াম উচ্চ বিদ্যালয় (উঃমাঃ), পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:
Environmental Ethics is an important tools of Applied Ethics. UNESCO had recognised to observe 5th June as 'World Environmental Day' since 1970.The level of ozone atmosphere of our earth is being dangerously decayed by the poisonous gases which are emitted by many vehicles, big factories, mills etc. The lifestyle of human beings is at stake with the increasing of population every day and poisonous gases such as carbon dioxide, nitrogen oxide, sulfar dioxide, acid rain, chlorofluorocarbon etc. Not only environment is hampered by sound pollution, water pollution, but also human beings on earth are being attacked by incurable diseases. The melting of ice in Antartica continent, irregular raining, flood, drought, and excessive heat, all these are the fatal result of environment pollution. Yet some environmentalists along with common men are engaged to protect Nature. Some of the countries have made strict laws in order to control deforestation and many factories. Arne Naess's 'Deep Ecology' has shown friendly living with environment, natural wild environment, reservation of diversity animals, and controlling population in this articles. It is said in Anthropocentrism that men are the centre of everything and whatever has on the earth, they are for only men. It has been mentioned in 'Deep Ecology', 'To live and let live', that is, everything of ecosystem is intrinsic value. It is our prime duty to maintain and protect environment of the world for the sake of our future generations without affecting it, since we have come this beautiful world to be departed again.

Keywords: Applied Ethics, Environmental Ethics, Deep Ecology, Intrinsic Value, Environment, Future Generations.

ভূমিকা: 5 ই জুন দিনটি সবার কাছে পরিচিত কারণ বিশ্ব পরিবেশ দিবস (World Environmental Day)। সবুজ পরিবেশের প্রয়োজনীয়তা এবং জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও প্রকৃতির সুরক্ষায় জন সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে UNESCO সাধারণ পরিষদের 27 তম অধিবেশনে প্রতিবছর 5 ই জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত নেয়। এরপর 1974 সাল থেকে পরিবেশ রক্ষার গুরুত্ব এবং এক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা পালনে মানুষকে উৎসাহিত করতে প্রতি বছর পরিবেশ দিবস পালন করা হয়। আমাদের একটাই পৃথিবী যা মানবসহ অন্যান্য প্রাণীর বসবাসের যোগ্য। মানুষ এই পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দুতে স্থান করে গোটা পৃথিবীতে রাজত্ব করছে। এখন প্রশ্ন হল পৃথিবীটা কি শুধুমাত্র মানুষের জন্য? উত্তরে আমরা সবাই বলব না পৃথিবীটা

সবার, মানুষ ইচ্ছে মতো যা খুশি করতে পারে না। আজ মানুষ নিজের ইচ্ছে মতো সবকিছু করতে গিয়ে নিজের জাতি এবং অন্যান্য প্রাণীদের বিপদে ফেলেছে। মানুষ আজ প্রকৃতিকে যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করছে এবং প্রকৃতির বিরুদ্ধে গিয়ে বন্যা, খরা, জলোচ্ছাস, ভূমিকম্প, ঘূর্ণিঝড়, ভূমিধস ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দূর্যোগ আনছে। পৃথিবীতে মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক আছে। পৃথিবীর জীবমন্ডল একটি মাকড়সার জালের মতো, মাকড়সার জালে যদি একটি অংশের ক্ষতি হয় তাহলে সমগ্র জালের ক্ষতি হয়, ঠিক তেমনি পৃথিবীর বাস্তুতন্ত্রের কোন একটি উপাদানের ক্ষতি হওয়া মানে পৃথিবীর ক্ষতি হওয়া। মহাকাশে বিলিয়ন বিলিয়ন গ্রহ আছে কিন্তু কোন গ্রহে গাছ নেই, অথচ আজ মানুষ গাছের প্রতি অত্যাচার করে বনভূমি ধ্বংস করছে। যার ফলে বৃষ্টিপাতের অভাব, উষ্ণতা বৃদ্ধি, বরফের গলন দেখা যাচ্ছে। মানুষ আজও সচেতন হচ্ছে না Nature Revenge সম্বন্ধে। Covid-19 সচেতন করে দেখিয়ে দিল প্রকৃতির উপর অত্যাচার বন্ধ না করলে মানুষকে গৃহবন্দি থাকতে হবে ভবিষ্যতে। বিভিন্ন দেশের সরকার, পরিবেশবিজ্ঞানী, বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ও দার্শনিক মহল পরিবেশ নিয়ে সচেতনমূলক বার্তা দেয়। কিন্তু দেখা যায় বড় বড় ধনী দেশগুলি আজ পরিবেশ দূষণে প্রথম সারিতে নাম লিখিয়েছে। বর্তমান পৃথিবীতে অতিরিক্ত জনসংখ্যা, অতিরিক্ত দূষণ, অতিরিক্ত ভোগবিলাস যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে এবং পৃথিবীর আয়ুকে শেষ করে দিচ্ছে। এত যানবাহন এত কল কারখানার মাত্রাহীন দূষণ ওজোনস্তরের ক্ষতি দিন দিন বাড়িয়ে চলেছে। আমরা জেনেছি একমাত্র বায়ুমন্ডল দেখা যায় পৃথিবীতে, এই বায়ুমন্ডলের জন্য বেঁচে আছি কিন্তু এর ক্ষতিতেও আমাদের পিছুপা নেই। আমাদের সুস্থভাবে বাঁচতে হলে প্রকৃতিকে সুস্থ রাখতেই হবে।

গ্রীক দর্শনের প্রেক্ষিতে পরিবেশ ভাবনা: বর্তমানকালে পরিবেশ যেভাবে মর্যাদা পেয়েছে এবং পাচ্ছে গ্রীক দর্শনে সেরকম মর্যাদা পায়নি। অনেক পরিবেশবিদ পাশ্চাত্যের খ্রীষ্টধর্মকে পরিবেশ সংরক্ষণ সম্বন্ধে ঔদাসীন্যের জন্য দায়ী করেন। বাইবেলে যেখানে জগতের সৃষ্টির বর্ণনা করা হয়েছে, সেখানে বলা হয়েছে যে ঈশ্বর মানুষ সৃষ্টি করলেন পৃথিবীর উপর প্রভুত্ব করার জন্য। এই চিন্তা মানুষের সাথে পরিবেশের সম্পর্ককে ভোক্তা-ভোগ্য সম্পর্ক হিসেবে দেখার জন্য শিক্ষা দেয়। পাশ্চাত্য দর্শনের আদি জনক Thales-এর মতে জগতের মৌল উপাদান হল জল। যে কোন জাতির উৎস হচ্ছে মন। তাই তিনি চুম্বকের মধ্যেও মনের উপস্থিতির কথা ভেবে ছিলেন, যেহেতু চুম্বক লোহা আকর্ষণ করে। Thales সব কিছুর মধ্যে ঈশ্বরের উপস্থিতি লক্ষ্য করেছিলেন। Thales এর জলকে মৌল উপাদান বলার সিদ্ধান্ত পরবর্তীকালে অনেকেই গ্রহণ করেননি। Anaximenes-এর মতে বায়ু, Heraclitus এর মতে অগ্নি ইত্যাদি হল পৃথিবীর মৌল উপাদান। কিন্তু জগতের যে মৌল উপাদান Thales শুরু করেন তা আজও শেষ হয়নি। Pre socrates যুগের অনেক দার্শনিক Motion এবং Change নিয়ে আলোচনা করেছেন। Heraclitus এর সেই বিখ্যাত উক্তি যে 'একটি নদীতে কেউ দুবার স্নান করতে পারে না' অর্থাৎ তিনি মনে করেন জগতের সবকিছু নিয়ত পরিবর্তনশীল। Parmenides ঘোষণা করলেন যে, "যা নেই তার থেকে কোন কিছুর উৎপত্তি হতে পারে না এবং যা আছে তা ধ্বংসও হতে পারে না"। যা আছে যা নেই তা নেই। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পরিবর্তনশীল জগত মিথ্যা"। যার প্রকৃত সত্তা আছে, তা অনাদি, ধ্বংসরহিত, তাকেই Parmenides এক(one) বলেছেন এবং বহুর জগৎকে মিথ্যা ঘোষণা করেন। Post socrates যুগে উল্লেখযোগ্য নাম হল Plato এবং Aristotle। Plato জগতের ব্যাখ্যা করেন ধারণা বা আকারের সাহায্যে। প্লেটোর মতে ধারণা নিত্য, ধারণা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে থাকে না, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ ততটুকু সৎ ধারণার সাথে তার যতটুকু মিল আছে। কিন্তু এই সাদৃশ্য কোন দিনই পূর্ণ সাদৃশ্য হবে না, খানিকটা খামতি থেকেই যাবে। তাই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ সৎ একথা কোন দিনই বলা যাবে

না। Aristotle মনে করেন জগতের পদার্থগুলির মধ্যে দুটি উপাদান আছে দ্রব্য ও আকার। গ্রীক দার্শনিকদের মধ্যে Aristotle-ই একমাত্র ব্যক্তি যিনি পরিবেশ চিন্তার খুব কাছাকাছি এসেছিলেন। তিনি ঘোষণা করেন যে জগতের মৌল নীতির অন্বেষণ করতে হলে শুধু বুদ্ধি দিয়ে হবে না, জগতের বিভিন্ন দ্রব্য, প্রাণী, উদ্ভিদ ইত্যাদির পর্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষণ করতে হবে। কিন্তু Aristotle ও বিভিন্ন পরিবেশগত পরিবর্তনের কথা উল্লেখ করা সত্ত্বেও পরিবেশের কথা বলেননি।

আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসে পরিবেশ ভাবনা: আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনের জনক Descartes সংশয় দিয়ে দর্শন শুরু করে এমন কয়েকটি নীতি আবিষ্কার করেছিলেন যেগুলি স্পষ্ট ও নিঃসন্দিগ্ধ, ডেকার্ত ঈশ্বরের অস্থিত্ব, মানুষের অস্থিত্ব এবং জগতের অস্থিত্ব স্বীকার করেন। Kant প্রাকৃত জগতকে সংশয়বাদ থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু ফলপ্রসূ হয়নি। কারণ Kant এর পরের দিকে ভাববাদী দার্শনিকদের জয় জয়কার হয়, যেখানে মনের জগতে প্রাধান্য পায় এবং প্রাকৃত জগতের স্বতন্ত্র অস্থিত্ব অস্বীকার করা হয়। অবশ্য Moore এবং Russell এর লেখায় ভাববাদের বিরোধিতা শুরু হয় ও প্রাকৃত জগতকে গৌরবের সাথে উপযুক্ত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা হয়। বিংশ শতাব্দীতে পরিবেশ ভাবনা প্রভাবিত হয়েছে বিজ্ঞানের দ্বারা। তবে আজকে আমরা যাকে বাস্তুতন্ত্র ও অভিব্যক্তিবাদ বলি প্রথমদিকে এগুলি বিজ্ঞানের মূল ধারার উপর বিবেচিত হত না। Descartes এবং Galileo মনে করতেন পর্যবেক্ষণ প্রকৃতিকে বোঝার অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। Geology এবং Biology হল বিদ্যার এমন দুটি শাখা যেগুলি সাক্ষাৎভাবে পরিবেশ ভাবনা দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে ওঠার জন্য দায়ী। আধুনিক বিজ্ঞান ও পাশ্চাত্য দর্শনে গোড়ার দিকে পরিবেশ ভাবনার অনুকূল পরিস্থিতি ছিল না, এখন অবশ্য অনুকূল। বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে পরিবেশ নিয়ে যত আলোচনা হয়েছে, দর্শনের আর অন্য কোন বিষয় নিয়ে এত আলোচনা হয়নি। কারণ পরিবেশ গত সমস্যা মানুষের কাছে বড় সমস্যা।

পরিবেশ নীতিবিদ্যায় 'Ecology' শব্দটি 'Oikos' এবং 'logos' এই দুটি শব্দের সমন্বয়ে তৈরি। বাস্তুকেন্দ্রিকতাবাদ বলতে সেই আদর্শমূলক তত্ত্ব তথা পরিবেশ দর্শনকে বোঝায় যেখানে কেবল মানুষ সত্তা নয় জড়-জগৎ, প্রজাতি, বাস্তুব্যবস্থা ইত্যাদির নৈতিকমূল্য স্বীকার করা হয়। ব্যুৎপত্তিগত অর্থে Ecology বিশেষ বসতি সম্পর্কিত বিজ্ঞানকে বোঝায়। বাস্তুকেন্দ্রিক পরিবেশতত্ত্ব হিসাবে আমরা যেসব পাশ্চাত্য তত্ত্বের সন্ধান পাই তার মধ্যে Aldo Leopold -এর ভূমি নীতিতত্ত্ব (Land Ethic) এবং Arne Naess -এর গভীর বাস্তুবাদ (Deep Ecology) গুরুত্বপূর্ণ।

ভূমি নীতিতত্ত্ব: আমেরিকান বাস্তবিদ Aldo Leopold মানুষের সাথে ভূমি ও মানবেতর প্রাণী এবং উদ্ভিদের সম্পর্কের ওপর আলোকপাত করেন। কেননা ভূমিই হল এদের বিকাশ লাভের ক্ষেত্র। Leopold 1949 খ্রীষ্টাব্দে তাঁর 'Land Ethics' প্রবন্ধে 'ভূমি নীতিবিদ্যা' কথাটি প্রথম ব্যবহার করেন। ভূমি নীতিবিদ্যায় মানুষ, অন্যান্য প্রাণী, উদ্ভিদ প্রভৃতির সাথে মাটি, জল, বায়ু, আবহাওয়াও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

Aldo Leopold-এর মতে নৈতিকতার পরিধির এই পরিবর্তন বাস্তুতান্ত্রিক বিবর্তনের অঙ্গ। এই পরিবর্তনকে দার্শনিক ও বাস্তুতন্ত্রের দিক থেকে ব্যাখ্যা করা যায়। বাস্তুতন্ত্রের দিক থেকে নৈতিকতা হল বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রামে স্বাধীন কার্যগুলির উপর এক ধরনের সীমাবদ্ধতা দর্শনের দিক থেকে নৈতিকতা হল সামাজিক ও অসামাজিক আচরণের মধ্যে পার্থক্য করার চেষ্টা। পরস্পর নির্ভরশীল মানব গোষ্ঠীর সহযোগীতামূলক ধারণা তৈরী করার চেষ্টা থেকেই নৈতিকতার উৎপত্তি হয়েছে। বাস্তুতন্ত্রের এই সমবায়

পদ্ধতিকেই বলা হয়েছে মিথোজীবিতা (Symbiosis)। জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও নতুন নতুন যন্ত্র আবিষ্কারের সাথে সমবায় মূলক পদ্ধতি গুলিও ক্রমশ জটিল হয়েছে। প্রাচীন গ্রীসে দাসীদের যেমন সম্পত্তি ভাবা হত তেমনি জমিকেও সম্পত্তি হিসেবে মনে করা হত, পরে কিছু চিন্তাবিদ ঘোষণা করেন জমিকে নানাভাবে দূষিত করা এবং তার শক্তিকে ছিনিয়ে নেওয়া শুধুমাত্র মানুষের পক্ষে অসুবিধাজনকই নয়, তা নৈতিক দিক থেকে খারাপ। আমাদের পরিবেশে মাটি, জল, গাছপালা, পশুপাখিকে Leopold জমি(Land) বলেছেন। Leopold বলেছেন মানুষকে জমি জয়কারী মালিক হিসাবে না দেখে, জমির এক সাধারণ সদস্য রূপেই দেখার জন্য। Aldo Leopold তাঁর "The Land Ethic" -এ একটি পিরামিডের উল্লেখ করেছেন। এই পিরামিডের একবারে নীচে রয়েছে মাটি, তার উপরে রয়েছে গাছপালা, সেখানে রয়েছে নানা কীটপতঙ্গ, নানা পশুপাখি। এইভাবে পিরামিডের উপরের দিকে রয়েছে নানা প্রজাতির প্রাণী এবং একেবারে শীর্ষে রয়েছে মাংসাশী প্রাণী। এই পিরামিডের প্রত্যেকটি স্তর খাদ্যের জন্য, অন্যান্য নানা কাজের জন্য নীচের স্তরের উপর নির্ভরশীল। এই পিরামিডের যত উপরের দিকে ওঠা যায় ততই বিভিন্ন প্রজাতিগুলি সদস্য সংখ্যা কমে যায়। এখানে Leopold দেখিয়েছেন জমি শুধু মাটি নয় নানারকম শক্তির উৎসস্থল। খাদ্যশৃঙ্খলের মাধ্যমে প্রাণশক্তি পিরামিডের উপরের দিকে উঠতে থাকে, মৃত্যু ও ক্ষয় সেই শক্তিকে মাটিতে আবার নামিয়ে আনে। এখানে কোন একটি স্তরে পরিবর্তন ঘটলে অন্যান্য স্তরের প্রজাতি গুলির সেই পরিবর্তনের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হয়। মানুষ বিভিন্ন যন্ত্র আবিষ্কারের মাধ্যমে বিবর্তনের ধীর গতিকে ব্যাহত করেছে। বিভিন্ন প্রাণী ও গাছপালার সাহায্যে যে শক্তি মাটিতে ফিরে আসে, তা নানাভাবে ব্যহত হওয়ায় ভূমিক্ষয় বেড়ে গেছে। আজ মানুষ বড় বড় বাঁধ নির্মাণ ও জলকে বিভিন্ন ভাবে দূষিত করে যে শক্তি গাছপালা ও পশুপক্ষীর মধ্যে প্রবাহিত হয় তা ব্যহত করেছে।

Leopold মনে করেন, ভূমির প্রতি ভালোবাসা এবং তার Intrinsic মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধা না থাকলে ভূমির প্রতি যথার্থ নৈতিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে না। এখানে মূল্য বলতে অর্থনৈতিক মূল্য বোঝায় না, লিও পোল্ড এখানে দার্শনিক অর্থে মুল্যের কথা বলেছেন। বাস্তুতত্ত্বের দিক থেকে ভূমির মূল্যকে অনুভব করতে হবে। ভূমির বাস্তুতাত্ত্বিক তাৎপর্য বোঝার জন্য বাস্তুতত্ত্বের জ্ঞান প্রয়োজন। কিন্তু লিও পোল্ডের আমলে বাস্তুতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিকে সেই ভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। যাইহোক লিও পোল্ড বলেন এক, অখন্ড বাস্তুতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই প্রকৃতিকে বিচার করতে হবে। আর নীতিতত্ত্ব হবে সেই ধরনের আদর্শ নির্দেশনা, যা প্রাণমন্ডলের সংহতি, স্থায়িত্ব এবং সৌন্দর্যকে রক্ষা করতে সাহায্য করবে। ভূমি নীতিতত্ত্বের দৃষ্টিভঙ্গিতে তাই- 'A thing is right when it tends to preserve the integrity stability and beauty of the biotic community. It is wrong when it tends otherwise'.

গভীর বাস্তুবাদ: Aldo Leopold -এর The Land Ethic প্রকাশিত হবার ঠিক ২৪ বছর পরে ১৯৭৩ সালে Arne Naess -এর 'The Shallow and the Deep, Long-Range Ecology Movements' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। পরিবর্তনশীল প্রকৃতির ধারণার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সমকালীন পরিবেশ দর্শনে যে তত্ত্বটি সামনে আসে তাই গভীর বাস্তুবাদ (Deep Ecology)। গভীর বাস্তুবাদ দুটি লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে এগিয়ে গেছে। জীবমন্ডলগত সমতাবাদের ধারণাকে উৎসাহিত করা এবং নীতিভাবনায় অন্যায় মানবকেন্দ্রিকতাবাদ (Anthropocentrism) -কে উৎপাঠিত করা। একটি বাস্তুতন্ত্রের পারস্পরিক নির্ভরতার যে চিত্র আমরা পাই, যে সত্তাকুলের ধারণা পাই, তাকে সমগ্র প্রকৃতির ক্ষেত্রে প্রসারিত করলে আমরা বুঝব, এই বিশ্ব ব্যবস্থা মানুষ-প্রাণী-গাছপালা-পাহাড়-পর্বত-নদী, কথিত জড়বস্তু এসব কিছুর ভারসাম্যের উপর নির্ভর করে। তবে

গভীর বস্তুবাদ যে সমগ্রতাবাদের কথা বলে তা নিছক অংশগুলির সমষ্টি নয়, তার অতিরিক্ত। এই বাস্তুসমাজের এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যা অংশগুলির বৈশিষ্ট্য ও তাদের সম্পর্কে মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যায় না। এই বাস্তুকেন্দ্রিক সমতাবাদ ও পারস্পরিকতার অধিবিদ্যার উপর গভীর বাস্তুবাদ দাঁড়িয়ে আছে। গভীর বাস্তুবাদের মূল নীতি হল সমগ্রভাবে জীবন্ত পরিবেশকে সম্মান করা উচিৎ এবং মানুষের ব্যবহারের জন্য এর উপকরণ সুবিধাগুলি থেকে স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার এবং বিকাশ লাভের কিছু মৌলিক নৈতিক ও আইনগত অধিকার রয়েছে বলে বিবেচনা করা উচিত। গভীর বাস্তুবাদ প্রায়শই অনেক বিস্তৃত সামাজিকতার ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে তৈরী করা হয়। এটি পৃথিবীতে জীবনের বিভিন্ন সম্প্রদায়কে স্বীকৃতি দেয় যেগুলি শুধুমাত্র জৈবিক কারণগুলির মাধ্যমেই নয়, যেখানে প্রযোজ্য, নৈতিক সম্পর্কের মাধ্যমেও অর্থাৎ অন্যান্য প্রাণীর মূল্যায়নের মাধ্যমে।

মনুষ্য সমাজ খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের জন্য প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। বর্তমানে সমগ্র পৃথিবীতে জনবিস্ফোরণের ফলে বাস্ততান্ত্রিক ভারসাম্য বা পরিবেশগত স্থিতাবস্থা বহু ক্ষুন্ন হয়েছে। অসংখ্য প্রজাতি মনুষ্য ক্রিয়া কলাপের ফলে পৃথিবী থেকে সম্পূর্ণভাবে বিলীন হয়ে গেছে এবং কিছু কিছু প্রজাতি অতি সংকট অবস্থায় আছে। Naess 'Deep' শব্দটি এই কারণেই ব্যবহার করেছেন যে পরিবেশে জৈব ও অজৈব উপাদানের মধ্যে সর্বদা ভারসাম্য বজায় থাকে যা বর্তমানে অবৈজ্ঞানিক মনুষ্য ক্রিয়াকলাপের ফলে বিঘ্নিত হয়ে পড়ছে। ফলে প্রাকৃতিক পরিবেশ ও তার ভারসাম্য নিয়ন্ত্রনের জন্য আরো গভীরে গিয়ে চিন্তাভাবনা করে। Deep Ecology -এর প্রধান তিনটি নীতি হল-

১. প্রাকৃতিক বন্য পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ
২. মনুষ্য বংশবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রন ও
৩. পরিবেশের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সহাবস্থান।

পরিবেশ দূষণ ও ভবিষ্যৎ প্রজন্ম: পরিবেশের সাথে মানুষের সম্পর্ক নিবিড়, অবিচ্ছেদ্য এবং অপরিমেয়। মানুষ কল্যাণ কেবল মানুষের ওপরই নির্ভর করে না, বরং প্রাকৃতিক পরিবেশের ওপর ভিত্তি করে মানুষ বেঁচে থাকে, জীবনীশক্তি পায়। প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সভ্যতা আজ হুমকির সম্মুখীন। জলবায়ু পরিববর্তন, প্রকৃতি ও জীববৈচিত্র্য ধ্বংস এবং পরিবেশ দূষণ প্রমাণ করে আমরা যে পৃথিবীতে বাস করছি তা চরম বিপর্যয়ের হুমকিতে আছে এবং দিন দিন বিপর্যয়ের এ আশঙ্কা আরো বাড়ছে। পাশাপাশি মানুষের আয়ের স্বল্পতা, খাদ্য সংকট, বাসস্থান হারানো এবং শিক্ষা ও চিকিৎসা ব্যবস্থার অভাব মাত্রাতিরিক্ত পরিমানে বাড়ছে। এই অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার একমাত্র উপায় আমাদের আর্থনীতি ও সমাজকে প্রকৃতি নির্ভর করা এবং একই সঙ্গে প্রকৃতির সুরক্ষা নিশ্চিত করা। আমাদের পৃথিবী গ্রহে যা আছে রক্ষা করা এবং যা হারিয়েছে তা ফিরিয়ে এনে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাওয়া। অন্যথায় প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও মহামারী জীবনযাত্রাকে বিপর্যস্ত ও দুর্বিষহ করে তুলবে।

গত ১০০ বছরের পৃথিবী পৃষ্ঠের গড় তাপমাত্রা প্রায় ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়েছে। বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, গত দশ বছরে বিশ্বে যত বন্যা, ঝড় ও দাবানল হয়েছে, তার সবই বিশ্বউষ্ণায়নের কারনেই হয়েছে। বৃক্ষ নিধন, শিল্প-কারখানা স্থাপন, দূষণ ও অপরিকল্পিত নগরায়নের ফলে আবহাওয়া নষ্ট হচ্ছে। পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে জনবসতির উপর প্রতিনিয়ত নানা রকম প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যেমন- বন্যা, বজ্রপাত, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি আঘাত আনছে। এইরকমভাবে চলতে থাকলে ২০৫০ সাল নাগাদ

সমুদ্রের জলস্তর ১৫ থেকে ৯৫ সেন্টিমিটার পর্যন্ত বাড়বে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করছেন বিজ্ঞানীরা। পরিবেশের দূষণের পরিমাণ বাড়ার ফলে মানবসমাজও নতুন নতুন রোগ, ঝুঁকি ও দুর্যোগের সম্মুখীন হবে। পরিবেশের ভারসাম্য ঠিক রাখতে হবে, ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য। এভাবে দিন দিন দূষণের পরিমাণ বেড়ে যাওয়া জন্য আমরা এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আজ বড় বিপদের মুখে। আমাদের উচিৎ জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার বন্ধ করা, জিরো কার্বনের দিকে দ্রুত এগিয়ে যাওয়া। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার পরিবার ও প্রাতিষ্ঠানিক সব ক্ষেত্রে সম্পদের ব্যবহার হ্রাস, পুনর্ব্যবহার ও পুনর্চক্রায়ন নীতি (3R principle: reduce, reuse and recycle) বাস্তবায়ন করতে হবে এবং দেশের উৎপাদন ও বাজার ব্যবস্থায় 'সার্কুলার ইকোনমি' র মডের ব্যবহার করতে হবে। প্রয়োজনে কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে দেশের সরকারগুলিকে। জীববৈচিত্র্য রক্ষা করে প্রকৃতির সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে।

উপসংহার: আমাদের পৃথিবীতে বিভিন্নভাবে দূষণ ঘটছে। বিশেষ করে এর জন্য মানুষ জাতিই সবচেয়ে বেশি দায়ী। জলজ জাতীয় নানা প্রাণী আজ বিলুপ্ত হয়ে গেছে এবং অনেক প্রাণী বিলুপ্তির পথে। বায়ুমন্ডলের ওজোনস্তর দিন দিন ক্ষতি বেড়েই চলেছে। যদিও বিভিন্ন দেশের সরকার, পরিবেশবিদরা, দার্শনিকরা, বেসরকারী প্রতিষ্ঠান এবং কিছু পরিবেশপ্রেমী মানুষরা পরিবেশের দিকে নজর দিয়ে দূষণের প্রতিকারের দিকে লেগে আছে। বিভিন্ন কড়া আইন করে বৃক্ষনিধন বন্ধ করা হচ্ছে এবং যারা অসৎভাবে বৃক্ষনিধন করে তাদের উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। প্রকৃতির সঙ্গে ভারসাম্য রেখে জীবনযাপন করার এখনই সময়, জীববৈচিত্র্য ঠিক রাখার সময় আর দেরী করলে পরিবেশকে আমরা বাঁচাতে পারব না। বিশেষ করে মাটি, জল, বায়ু, শব্দদূষণরোধ, প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ, প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সুরক্ষার দিকে নজর দিতে হবে।

তথ্যসূত্র:

১) চক্রবর্তী, নির্মাল্য নারায়ন. (২০২৩). *পরিবেশ ও নীতিবিদ্যা.* পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা।

২) পাল, সন্তোষ কুমার. (২০১২). *ফলিত নীতিশাস্ত্র (প্রথম খন্ড).* লেভান্ত বুকস, কলকাতা।

৩) Bharadwaj, Niranjan Dev. (2023). *Environmental Ethics and India's Perspective on Environment*. National Book Trust, New Delhi.

৪) Leopold, A. (1949). *A Sand County Almanac And SKETCHES HERE AND THERE.* Oxford University Press.

৫) Naess, A. (1973). *The Shallow and the Deep Long-Range Ecology Movement: A Summary. Inquiry, 16, 95-100.*

৬)*https://bonikbarta.net/home/news_description/302002/%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A6%B8%E0%A6%87%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%97%E0%A6%A4%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AF-*